হায়দার আকবর খান রনোর আত্মজীবনী

শতাব্দী পেরিয়ে

মার ফ রায়হান

হায়দার আকবর খান রনো বাংলাদেশের একজন নিষ্ঠাবান বামপন্থী রাজনীতিক, সোভিয়েতে বিপর্যয়ের পরও এদেশে যে-ক'জন সিনিয়র রাজনীতিবিদ মার্ক্সবাদে অবিচল আস্থা রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো তিনি সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লেখেন। একজন সৎ নীতিবান মানুষ হিশেবে সমাজে তাঁর সুনাম রয়েছে। ফলে এমন একজন কমুনিস্ট যখন আত্মজীবনী রচনা করেন তখন তার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন সপক্ষ প্রতিপক্ষ উভয় পক্ষেরই লোক। 'শতাব্দী পেরিয়ে' নামে প্রকাশিত আত্মজীবনীটির ভূমিকায় হায়দার আকবর খান রনো লিখছেন : না, বইটি কোনক্রমেই ইতিহাস নয়, যদিও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক বিষয় এর মধ্যে এসে গেছে। আমি ইতিহাস লেখার চেষ্টাও করিনি। সবার জানা যেসব বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে, আমি তা দু'এক কথায় উল্লেখ করেছি মাত্র।

বেশির ভাগ আত্মজীবনীর ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে, কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক প্রবলভাবে পত্রপত্রিকা বা অন্যান্য গ্রন্থের সহায়তা নেন, ফলে তাতে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ফ্লেভার যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। আরেকটি প্রবণতাও রয়েছে যে, একটি বিবরণকে যতো বেশি সম্ভব তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করা। আত্মজীবনী আর ইতিহাসগ্রন্থ সমার্থক নয়– সেটা অনেকেই যেন মানতে চান না। যদিও ব্যক্তির আত্মজৈবনিক রচনায় থাকতে পারে ইতিহাসের উপাদান। প্রথমেই বলা যায়, 'শতাব্দী পেরিয়ে' গ্রন্থটি একটি উৎকৃষ্ট আত্মজীবনীর উদাহরণ হতে পেরেছে তার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও। অথচ একজন রাজনীতিকের জীবনীগ্রন্থের ইতিহাসের বই হয়ে ওঠার আশঙ্কা উপেক্ষা করা যায় না। সৃজনশীল হোন বা মননশীল, একজন লেখকের, কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবীর

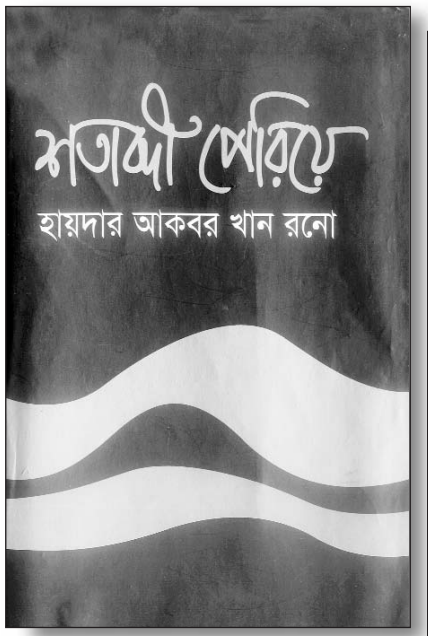

আত্মজীবনী অনেক সময় আত্মপ্রচারের এবং নিজেকে বড় করে তুলে ধরার একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে যদি সেই আত্মজীবনীকার যথেষ্ট সতর্ক না হোন। আমাদের সৌভাগ্য যে 'শতাব্দী পেরিয়ে' আত্মপ্রচারমূলক আত্মজীবনী হয়নি।

আরো একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। ব্যক্তির মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর ভালো-মন্দ ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় দিকই আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও আমরা প্রায়শই পাই একপেশে আলোকপাত। 'শতাব্দী পেরিয়ে' লিখছেন একজন দলীয় রাজনীতিক, তাই অন্য দলের অন্য পথের রাজনীতিক বিবেচিত হবেন খানিকটা বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির চতুর প্রিজম দিয়ে এমনটা শুরুতে ভাবতে পারেন কোনো পাঠক। কিন্তু বইটি পড়লে তার ভুল ভাঙবেই। লেখকের এই উদার এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতেই হবে। আরেকটি ব্যাপার, আত্মজীবনী পড়ায় অনেক সময় ক্লান্তি চলে আসে, বিশেষ করে সেটা যদি হয় এরকম অর্ধ হাজার পৃষ্ঠার; একই ব্যক্তির আত্মকথা শুনতে শুনতে শ্রান্তিও আসতে পারে। বলতে ভালো লাগছে, 'শতাব্দী পেরিয়ে' সেরকম কোনো ক্লান্তিকর জীবনীগ্রন্থ হয়নি, বরং এটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করা অবধি অস্বস্তি লাগে। ৫১৯ পৃষ্ঠার বইটি পড়তে গেলে মনোযোগ ব্যাহত হয় না, লেখনীশৈলীও পাঠে কোনো বিঘ্ন ঘটায় না। এক টানে সহজেই তরতর করে পড়া যায়। এটি নিঃসন্দেহে লেখকের সক্ষমতারই স্বাক্ষর।

আত্মজীবনী রচনার জন্য রচয়িতার বয়স ৬০ বছর তেমন কোনো বয়স নয়, যদিও এই ষাট বছরের কালপর্বে স্বদেশে ঘটে গেছে অভাবিত নাটকীয় এবং সব ঘটনা। মাতৃভূমি দেখেছে দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ, লড়াই ও সংগ্রাম; মানচিত্র বদলেছে দু'-দু'বার। সংঘটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মতো সুমহান ঘটনা, একাত্তরে বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠা মহানায়কের নৃশংস হত্যাকাণ্ডও ঘটেছে। ফলে ষাটোর্ধ্ব একজন আত্মজীবনী রচনার কাজ শুরু করতেই পারেন। বিশ্বযুদ্ধকালে জন্ম বলে লেখকজননীর ভগ্নি আসন্ন শিশুর জন্যে রনো (রণ) নামটি ঠিক করে রেখেছিলেন। নড়াইলের চিত্রা নদীর পাড়ের সন্তানের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। শৈশবেই সেই বালকটি জেনে যায় বহমান সমাজ-জীবনের একটি নিষ্ঠুরতার কথা। কলকাতায় যখন হিন্দুরা পোড়াচ্ছে মুসলমানদের, তখন বরিশালে মুসলমানরা খুন করছে হিন্দুদের। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পাশবিক বৈরিতার পাশাপাশি সেই বালকটি পরবর্তী পর্যায়ে অবলোকন করে রাজনৈতিক শিবিরে শিবিরে অমানবিক শত্রুতা। লিখছেন : গণতান্ত্রিক কনভেনশন থেকে যেদিন ন্যাপ গঠিত হয়েছিল, সেদিন সরকারের ছত্রছায়ায় আওয়ামী লীগ দারুণ গুণ্ডামি করেছিল, উদ্দেশ্য যাতে ভাসানীর নেতৃত্বে দল গঠিত না হতে পারে।

সেই সময় থেকেই হায়দার আকবর খান রনো মওলানা ভাসানীর সমর্থক হয়ে ওঠেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখবো তিনি ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। 'শতাব্দী পেরিয়ে' বইটি ভবিষ্যতে যে-কয়টি কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে তার ভেতর অন্যতম হলো মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা; খুব একটা ভুল হবে না যদি বলি, গ্রন্থটি ধারণ করে আছে ভাসানীর আংশিক জীবনী। জননেতার পক্ষপাতহীন মূল্যায়ণই কেবল নেই এতে, আছে ভাসানী এবং মুজিব, দুই জাতীয় নেতার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বচ্ছ

চিত্র। রাজনীতিতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে অগ্রজ-অনুজ দুই শীর্ষ নেতার মানবিক সম্পর্কের দিকটি এই গ্রন্থে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। যদিও পাঠক ৬৯ এবং ১৮৭ পৃষ্ঠায় ভাসানী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর এমন দু'টি মন্তব্যের সম্মুখীন হবেন যা মুজিবভক্ত পাঠককেও আহত করবে। প্রসঙ্গত, শেখ মুজিবের একটি সম্ভাব্য কর্মসূচির সূত্র ধরে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে মওলানা ভাসানীর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের দিন বিমানবন্দরে লাঠি হাতে দশ হাজার শ্রমিকের সমাবেশ ঘটায় শ্রমিক নেতা রনোর দল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি।

'শতাব্দী পেরিয়ে' গ্রন্থে আমরা পাচ্ছি তিনটি পর্ব : বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীন বাংলাদেশে, এবং পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়। প্রথম দু'টি পর্বের পরিচয় শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। তৃতীয় বা শেষ পর্বে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। ৭০ পৃষ্ঠা পরিসরের ভেতর এই পর্বে বলা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা, আফগানিস্তান, নেপাল, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, যুগোশ্লাভিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং চীন ভ্রমণের সারাৎসার। দেশগুলোর সমাজব্যবস্থার ওপর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণের জন্যে পর্বটি তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৬২ সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরু হলে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদী আন্দোলনের ডাক দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি আন্দোলন সূচনার জন্যে নির্ধারণ করা হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে দিনটি এগিয়ে আনা হয়। ফেব্রুচ্ছারির প্রথম দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় শ' পাঁচেক ছাত্রের সভায় কোনো সভাপতি ছিলেন না, একক বক্তা ছিলেন তরুণ ছাত্র হায়দার আকবর খান রনো। সামরিক শাসনকে অমান্য করে প্রথম সভা ও বক্তৃতা করা সে-সময়ে সামান্য সাহসের পরিচয় ছিল না। এত বড় একটি ঘটনার বর্ণনায় নিজের প্রসঙ্গটুকু কয়েকটি বাক্যে, অনেকটা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন লেখক। এ থেকেই লেখকের সুরুচিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিচয় মেলে। মনে হয় না কোনো বুর্জোয়া রাজনীতিক ওরকম ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখলে নিজেকে অতখানি সাদামাটাভাবে উপস্থাপন করতেন।

লেখক রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারিতার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সেকথা জানিয়েছেনও অকপটে। একইভাবে বাম রাজনীতিবিদদের সমালোচনায়ও কোনোরকম ছাড় দেননি।

'শতাব্দী পেরিয়ে'-র গুরুত্বপূর্ণ একটি

nvq`vi AvKei Lvb i‡bvi cwZKwZ

দিক হচ্ছে এটি ধারণ করে আছে এদেশে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি, জাতীয় রাজনীতি এবং শ্রমিক আন্দোলনের বৃহৎ পরিচয়। বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনের এমন কিছু গৌরবময় ঘটনা ও অর্জনের বিশদ বর্ণনা আছে যা আর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এই আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিধাহীন চিত্তে লেখক লিখেছেন : 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী ক'টি বছর জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারেনি, বরং চেপে বসেছিল এক আধা ফাসিস্ত শাসন।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেখককে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, যদিও তাঁর স্নেহের কারণে প্রতিপক্ষের একজন রাজনীতিক বা একজন আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনে লেখক এতটুকু প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হননি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ বা আলাপচারিতার অংশগুলো সন্দেহাতীতভাবে এই গ্রন্থের মূল্যবান অংশ। নিরঙ্কুশ শাসকের অন্তরালে একজন বিচলিত নিঃসঙ্গ ব্যক্তির পরিচয়ও তাতে অপ্রকাশিত থাকেনি। লেখকের ভাষাভঙ্গির প্রশংসা করতেই হবে। দৃশ্যগুলো তিনি জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন পাঠকের সামনে। শেখ মুজিবকে হত্যার কলঙ্কময় অধ্যায়ের পর দ্রুত নাটকীয় ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মূল্যায়ণ পাঠককে সত্য অনুধাবনে সহায়তা করবে। পরবর্তীকালে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের তৎপরতাকে লেখক সরাসরি বলছেন 'সেনাবাহিনীতে শ্রেণী সংগ্রাম'। ৭ নভেম্বরের গণঅভ্যুত্থানকে বলছেন 'জনসাধারণের উৎসব'। ১৯৭৫–১৯৯০ কালপর্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে 'শতাব্দী পেরিয়ে' গ্রন্থে। দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সমান্তরালে নিকট অতীতের ইতিহাসও দু'রকমভাবে তুলে ধরে থাকে, তাতে প্রায় বিপরীতধর্মী ভাষ্য পাওয়া যায়। সত্য সত্যই, তাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন। ওই কালপর্বের সঠিক চিত্র অল্প যে কয়টি গ্রন্থে পাওয়া যাবে তার ভেতর 'শতাব্দী পেরিয়ে'-কে বিশেষ স্থান দিতে হবে বলে আমার ধারণা।

'শতাব্দী পেরিয়ে' গ্রন্থটি নিয়ে চ্যানেল আইয়ের 'বই এবং বই' অনুষ্ঠানে লেখকের সঙ্গে একটি সংলাপ করি আমি মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। সেখানে আমার জিজ্ঞাসার খোলামেলা জবাব দেন লেখক। (অবশ্য সময় স্বল্পতার জন্যে অনেক কথাই প্রচার করা যায়নি।) লেখকের সতীর্থ এবং সুদীর্ঘকালের সহকর্মী বন্ধু কাজী জাফরের নীতিচ্যুত হয়ে জিয়া ও এরশাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার বিষয়টি বইয়ে এত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যে অবাক হতে হয়। লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে কি আবেগপ্রবণ হয়ে লেখার দরকার ছিল? আসলে এই কথার ভেতর দিয়ে লেখকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমরা জানতে পারবো। যথাসম্ভব আবেগকে সরিয়ে রেখে তিনি পরিমিত ভাষায় ঘটনার সারসত্য উ"Pারণ করে গেছেন।

টেলিভিশন সংলাপে লেখককে বলেছিলাম একাত্তরের ২৫মার্চ রাতে রমনা থানার একজন পুলিশ অফিসার মাইকে জনতাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশ নেয়ার জন্যে, সে-ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা কি উচিৎ ছিল না? তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

চমৎকার প্রকাশনা মানসম্পন্ন এই বইয়ে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। দেখছি অনবধানতাবশত দু'টি তারিখেও ভুল হয়েছে। আলবদরদের হাতে প্রগতিশীল দুই চিকিৎসক শহীদ হয়েছিলেন একাত্তরে, ১৯৬৫ সালে নয় (পৃ ৯৯); এরশাদ মার্শাল ল জারি করেছিল ১৯৮৩তে নয়, বিরাশিতে (পৃ : ৩৭২)।

শতাব্দী পেরিয়ে॥ হায়দার আকবর খান রনো॥ তরফদার প্রকাশনী॥ প্রচ্ছদ মাসুদ কবির॥ প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫॥ মূল্য ৪০০ টাকা॥